সংবাদ

29 AUG 2008

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে দুর্দশা

বর্তমান সরকার কত ধরনের সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছে এবং কত রকমের সংস্কারের কথা বলে যে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু খুবই জরুরি ও প্রয়োজনীয় অনেক খাতকে তারা লাইনচ্যুত অবস্থা থেকে সঠিক ট্র্যাকে তুলে আনার কথা চিন্তা-ভাবনাও করছে না। এ রকমই একটি খাত হলো আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা খাত। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সীমাহীন অব্যবস্থা ও সঠিক জনবলের অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় পৌনে ২ কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাটাই হচ্ছে একটি জাতির সামগ্রিক শিক্ষার ভিত। দেশে সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ডসহ ১১ ধরনের ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এখন জনবল স্বল্পতার পাশাপাশি অদক্ষ মাথাভারি প্রশাসন চাপিয়ে দেয়ার কারণে একেবারেই বেহাল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা এখন কীভাবে হচ্ছে অথবা চলছে সেটা কেউ বলতে পারবে না। শিক্ষার মান মনিটর করার প্রকৃত কোন কর্তৃপক্ষ আছে বলেও মনে হয় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ৩৬টি পদই শূন্য। সহকারী শিক্ষা অফিসারের ৬৪টির মধ্যে ১৪ জন অফিসার নেই। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ৫০৫টি পদের ১৩৬টি শূন্য। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ২ হাজার ৩৬টি পদের মধ্যে ৪৭০টিই শূন্য। লিস্ট বাড়ানো যায় আরও অসংখ্য পদ নিয়ে। কিন্তু যেগুলো আমরা উল্লেখ করলাম তাই যথেষ্ট আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্রটি বোঝার জন্য। এই যে এতগুলো পদ শূন্য পড়ে আছে তার বিহিত করার কোন উদ্যোগ কেন সরকার গ্রহণ করছে না সেটাই আমাদের প্রশ্ন। এ তো গেল শূন্য পদের কেচ্ছা। অন্যদিকে সরকারি অদক্ষতা ও অমনোযোগের কারণে এবং একই সময়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রশাসন ক্যাডারের লোকজন ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। প্রশাসনের লোকজন পদ দখল করে রাখায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনেও পদোন্নতি হচ্ছে না। স্বভাবতই কর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে পদোন্নতিবঞ্চিত কর্মকর্তারা। প্রশাসন ক্যাডারের লোকজনই কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছেন এবং ফিরে এসে চলে যাচ্ছেন নিজেদের ক্যাডারে। ফলে এর সুফল পাচ্ছে না প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারের লোকজনের প্রেষণে আসার কারণটি হলো ২০ ভাগ বেশি বেতন পাওয়ার লোভ। সে সঙ্গে ঘন ঘন দেশ-বিদেশে ভ্রমণের অতিরিক্ত সুযোগ তো রয়েছেই। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরও দখল করে রেখেছিলেন। ২০০৩ সালে এক ধরনের আন্দোলন ও চাপে তারা বিতাড়িত হয়ে যান। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাব, যেন অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে প্রশাসন ক্যাডারের লোকদের বিতাড়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে যেসব শূন্য পদ রয়েছে অবিলম্বে সেই শূন্য পদে নিয়োগ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা খাতটিকে সামনে চলার সুযোগ করে দেয়ার জন্যও আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাব।

আমরা জানি দাতা সংস্থার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেও প্রশাসনের দুর্নীতির কারণে সেই টাকা ঠিকমতো ব্যয় করা হচ্ছে না। দেয়া হচ্ছে না শূন্য পদে নিয়োগ। আমরা বুঝতে পারি না, শিক্ষার মূল ভিত্তিটিকেই এভাবে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যেসব দুর্নীতিবাজ ও প্রশাসনের শক্তিশালী মহল দিনের পর দিন অপচেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের জন্য যে টাকা দাতা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যায় সেটা যদি যথাযথ ব্যয় করা হয় তাহলে এই খাতটির চেহারাই পাল্টে যাবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উচ্চ পদগুলোতে একই খাতের লোকজনের পদায়নে ব্যবস্থা নিলেও শিক্ষা খাতটির যথাযথ উন্নতি হতে বাধ্য।

আমাদের কথা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা খাত থেকে বহিরাগতদের প্রেষণ দেয়া বন্ধ করা হোক, শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হোক, যাদের ডিপার্টমেন্ট ঠিক তাদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হোক এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে সঠিক ট্র্যাকে তুলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা হোক।